তারিখ 21 AUG 2017
পৃ: ১৫ কলাম: ৭

সংবাদ

কুবি উপাচার্যকে আইনি নোটিশ

শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন

প্রতিনিধি, কুবি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ক্লাস নেয়ার অভিযোগে ছাত্রলীগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই মাত্র তিন দিনের মাথায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাহবুবুল হক ভূঁইয়াকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্যকে তার কার্যালয়ে প্রবেশে করতে দেয়নি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতারা। রোববার সকাল সাড়ে ১১টায় নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার সময় প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় তাকে বাধা দেয় শিক্ষক নেতারা। এদিকে ঐ শিক্ষকের বাধ্যতামূলক ছুটির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার চেয়ে উপাচার্যকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে প্রত্যাহারের বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে জানাতে বলা হয়েছে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা লাগাতারভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

জানা যায়, মাহবুবুল হক ভূঁইয়াকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ। এর ২ ঘণ্টা পর উপাচার্য তার কার্যালয়ে যেতে চাইলে প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় তাকে বাধা দেয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও শিক্ষক সমিতি। এ সময় শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতারা উপাচার্যের কাছে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। তখন উপাচার্যপন্থি শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। পরে উপাচার্য ও শিক্ষক নেতারা দিনভর প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় করিডোরে অবস্থান করেন। এ সময় উপাচার্যপন্থি শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মো. খলিলুর রহমানকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তিমূলক বাক্য প্রয়োগ এবং শিক্ষকদের উদ্দেশে তেড়ে আসতে দেখা যায়। দিনভর কার্যালয়ে প্রবেশ করতে না পেরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে প্রধান প্রকৌশলীর কক্ষে শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

পরীক্ষা : বর্জন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বসেন উপাচার্য। প্রায় ১ ঘণ্টা আলোচনা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ সাংবাদিকদের বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আশা করি ইতিবাচক কিছু হবে।'

অপরদিকে ঐ শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রত্যাহারে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও উপাচার্যকে ১২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আইনি নোটিশ করেছে মাহবুবুল হকের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। আইনি নোটিশের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'এই নোটিশ আমি এখনও পাইনি।'

এদিকে গত ১৭ আগস্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নৃবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক উপাচার্য ও প্রক্টরের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠেছে। রোববার এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর অভিযোগ করেন ঐ শিক্ষক। অভিযোগপত্রে ঐ শিক্ষক উল্লেখ করেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষককে অন্যায়ভাবে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর প্রতিবাদ করায় উপাচার্য তাকে 'হারামজাদা' বলে গালি দেন। একই সময়ে প্রক্টর ড. কাজী মো. কামাল উদ্দিন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। অভিযোগের বিষয়ে রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার বলেন, 'আমার দফতরে অভিযোগ গিয়েছে, কিন্তু এখনও ওটা হাতে পাইনি।' বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মো. আইনুল হক বলেন, 'আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে।'

এছাড়া নিজ শিক্ষকের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রত্যাহারের দাবিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বিভাগের শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কেউই ক্লাস ও পরীক্ষায় বসবেন না বলে বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানান। এ বিষয়ে তারা একটি স্মারকলিপি উপাচার্য বরাবর দিয়েছেন। এতে ঐ শিক্ষককে এক ছাত্রলীগ কর্মীর প্রাণনাশের হুমকির জন্য তার বহিষ্কারের দাবিও জানানো হয়। অপরদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ দিনের মতো রোববার বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের সামনে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামান ও তার শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর